সমকাল

22 APR 2016

প্রভাষক যখন মেকানিক

■ ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

আট বছর বয়সে নরম হাতে শুরু হয় মেকানিক কাজ। হাতুড়ি ও স্ক্রু ডাইভার ধরে জীবন লড়াই শুরু হয় বাবার মোটরসাইকেলের মেকানিক দোকানে। মোটরসাইকেলের মেকানিক কাজের ফাঁকে লেখাপড়া করে নিজের ভাগ্য বদলে দিয়েছেন নুর ইসলাম। তিনি এখন কলেজের প্রভাষক। তারপরও আগের পেশায় নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। নুর ইসলামের বাড়ি ফুলবাড়ী উপজেলার কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন। তার বাবার নাম আইয়ুব আলী (বাউ)। হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম হওয়ায় অভাব-অনটনের সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল তাকে। মোটরসাইকেল গ্যারেজে কাজ করতে হতো অন্য ছেলেদের মতো তাকেও। দুঃখের সংসার হলেও স্কুলে ভর্তি হন নুর ইসলাম। মোটরসাইকেল গ্যারেজে কাজ করলেও বই পড়ার ঘাটতি ছিল না তার। চেষ্টা করে এভাবেই প্রাইমারি পাস করে হাইস্কুলে ভর্তি হন। ফুলবাড়ী থানা রোডে মোটরসাইকেল গ্যারেজে কাজ করেন দিনের বেলা, রাতে করেন লেখাপড়া। এভাবেই কষ্টের জীবন গড়ে তুলে আলোচিত হলেন নুর ইসলাম। সর্বশেষ ২০০৩ সালে রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। শিমুলবাড়ী মহিলা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজে চাকরি নেন প্রভাষক পদে। সেখানে শিক্ষার্থীদের ক্লাস শেষে

অধ্যবসায়

কাজ করেন মোটরসাইকেল গ্যারেজে। তার এ পেশায় ভাগ্যে পরিবর্তন এনে দেওয়ায় মোটরসাইকেল গ্যারেজের কাজ ছাড়তে নারাজ তিনি। বর্তমান ফুলবাড়ী উপজেলার বাজাজ মোটরসাইকেল কোম্পানির অনুমোদিত সার্ভিস ডিলার তিনি। প্রতিদিন ১০-১২টি মোটরসাইকেল মেরামত করেন নিজের হাতে। মেকানিকের রোজগারে তিন বোনকে বিয়ে দেওয়ার পর নিজে বিয়ে করেছেন। ছোট বোন ইতি বর্তমানে রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।